যুগান্তর

9 JAN 2010

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

যুগান্তর

রাজশাহীতে সানি হত্যা মামলায় আটক ৪ আসামিকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ

রাজশাহীতে ছাত্রমৈত্রী নেতার দাফন সম্পন্ন

ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ ১২ জনের নামে মামলা

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রমৈত্রীর নেতা রেজওয়ানুল ইসলাম চৌধুরী সানির নিহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ ১২ জনের নামে হত্যা মামলা নায়েব করা হয়েছে। সানির জানাজা [illegible] বাদ জুমা নগরীর টিকাপাড়া ঈদগাহ মাঠের গোরস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা [illegible] টিকাপাড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিনু, আওয়ামী লীগ রাজশাহী মহানগর শাখার

মামলা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

মামলা : ১২ জনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাপ্রত্ত সম্পাদক শফিকুর রহমান বাদশা, আওয়ামী লীগ রাজশাহী মহানগর শাখার সহসভাপতি আলহাজ রফিক উদ্দিন, ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা নিয়াকত আলী লিকু প্রমুখ অংশ নেন। দাফনের সময়ও এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সানির সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে শুক্রবার বিকেলে ছাত্রমৈত্রী নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে সাহেববাজারে এক সমাবেশে সানির হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানানো হয়। সমাবেশ থেকে আজ বিকালে নগরীতে শোকরালি বের করারও ঘোষণা দেয়া হয়।

সানির নিহত হওয়ার ঘটনায় নগরীর বোয়ালিয়া থানায় পৃথক দুটি এজাহার দাখিল করা হয়েছে। প্রথম এজাহার বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় দাখিল করেন মহানগর ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি মতিউর রহমান। তিনি তার অভিযোগে ছাত্রলীগ পলিটেকনিক শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ জনকে অভিযুক্ত করেন। তারা হল— ছাত্রলীগ সভাপতি নিজামুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সালাম হোসেন তুষার, মাসুদ, রাহিম, বাবু, মালেক, রোকন, মতিন, ফয়সাল, হিমেল ও শরিফুল। অপরদিকে বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে নিহত সানির পিতা নগরীর মতিহার থানা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মনেয়ার ইসলাম চৌধুরী তার নিহত পুত্রকে ছাত্রলীগের কর্মী উল্লেখ করে অপর একটি এজাহার দাখিল করেছেন। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানায়, পরে এজাহার থেকে তার পুত্রের রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশটি তিনি কলম দিয়ে কেটে দেন। এজাহারে তিনিও ছাত্রলীগ পলিটেকনিক শাখার সভাপতি ও সুমন সম্পাদকসহ অন্তত ১২ জনের নাম উল্লেখ করেন। এজাহারে তার পুত্র সানির সঙ্গে গুরুতর আহত ছাত্রমৈত্রী পলিটেকনিক শাখার সভাপতি কাজী মোতাদেব হোসেন জুয়েলসহ আরও কয়েকজন ছাত্রমৈত্রীর নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করেছেন বলে বোয়ালিয়া থানা পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

নিহত ছাত্রমৈত্রী নেতা সানির রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সানি ছাত্রলীগের সক্রিয় ও মেধাবী কর্মী ছিল। তারা যুক্তি উল্লেখ করে জানান, সানির পিতা মনোয়ার ইসলাম চৌধুরী মহানগরীর মতিহার থানা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং মা শাহিন মনোয়ারা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। কাজেই তাদের পুত্রও ছাত্রলীগের কর্মী। এদিকে ছাত্রমৈত্রীর দাবি, সানি পলিটেকনিক শাখা ছাত্রমৈত্রীর সহসভাপতি ছিলেন। মহানগর ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি মতিউর রহমান মতি দাবি করেন, সানির রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চলছে। রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, নিহত সানি ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রমৈত্রী পলিটেকনিক শাখার সক্রিয় সহসভাপতি। ছাত্রমৈত্রীর পক্ষে দায়ের করা এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ছাত্রলীগ সভাপতি নিজাম ও সাধারণ সম্পাদক তুষারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ক্যাডার অতর্কিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পাসে যুগলা চালিয়ে ছাত্রমৈত্রী পলিটেকনিক শাখার সহসভাপতি রেজাওয়ানুল ইসলাম চৌধুরী সানিকে বুলিয়ে হত্যা করে। এছাড়া আর দুই নেতাকে বেধড়ক বুলিয়ে জখম করে। এদের মধ্যে জুয়েল নামের একজনের হাতের কব্জি কেটে নেয়া হয়। বুলবুল নামের অপরজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকা প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুলবুল মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। তবে সানির পিতার দায়িত এজাহারে উল্লেখ করা হয়, সানিকে ছাত্রলীগ নামধারী একদল সন্ত্রাসী বুলিয়ে আহত করে। পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে তার মৃত্যু হয়। তার এ মৃত্যুর জন্য ছাত্রলীগ পলিটেকনিক শাখার সভাপতি নিজাম, সাধারণ সম্পাদক তুষার ও ছাত্রমৈত্রীর পলিটেকনিক শাখার সভাপতি কাজী মোতাদেব হোসেন জুয়েলসহ অন্তত ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেন তার পিতা। তার মেধাবী পুত্রকে উপরোক্ত সন্ত্রাসীরা হত্যার উদ্দেশ্যে যুগলা চালায়। পরে চিকিৎসার অবহেলায় হাসপাতালে নেয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

রোয়ালিয়া নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, যেহেতু সানির পিতা নিজে এজাহার করেছেন তাই এজাহারই মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হবে। তবে ছাত্রমৈত্রী সভাপতির এজাহারও এ মামলার সঙ্গে তদন্ত করা হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাবু, মানিক ও হিমেল নামের তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল বিকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। আদালতে পুলিশ ৭ দিনের জন্য আসামিদের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে। আগামীকাল আদালতে এ রিমান্ড আবেদনের শুনানি হবে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতারকৃতরা ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। এছাড়া ছাত্রলীগ রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার সভাপতি নিজামুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সালাম হোসেন তুষারসহ ৭ জনকে বৃহস্পতিবার হলে থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।